০৩-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার আধার হল পড়াশোনা আর স্মরণের যাত্রা, এই জন্য যত সম্ভব তীব্র গতিতে (gallop) চলো ।"

প্রশ্ন :- কি এমন গুহ্য রহস্য আছে যা আগে থেকে না বুঝলেও চলবে এবং কেন ?

উত্তর :- ড্রামার যেসব গুহ্য রহস্য আছে তা আগে থেকে না বুঝলেও হবে, কেননা এতে অনেক সময় অনেকে বিভ্রান্ত (confused) হয়ে যায় । বলা হয় যে ড্রামায় যদি থাকে তাহলে তো নিজে নিজেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাবে । নিজে নিজেই পুরুষার্থ করতে পারবে । জ্ঞানের রহস্য সম্পূর্ণ না বুঝতে পারলে এ ব্যাপারে অবহেলা (careless) এসে যাবে । এটা বুঝতে পারে না যে পুরুষার্থ করা বিনা জলও পাবে না ।

গীত :- ভোলানাথ সে নিরালা ঔর কোই নহি..... ভোলানাথের মতন অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চাদের প্রতি সুপ্রভাত । বাবা কত উৎসাহিত হয়ে বাচ্চাদের সুপ্রভাত বলছেন । বাচ্চারা কোনো উত্তর দিলো না । বাচ্চাদের তো আরো অনেক জোরে আওয়াজ করে বলা উচিত । রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদের সুপ্রভাত বলছেন । বাচ্চারাও জানে যে, আমরা এই শরীরের দ্বারা রুহানি বাবাকে সুপ্রভাত জানাই । তাহলে তো বাচ্চাদের তো খুব উৎফুল্ল হয়ে বলা উচিত -- বাহ বাবা! অবশেষে সেই দিন এসেই গেছে আজ, যাঁকে সমগ্র দুনিয়া আহ্বান করে সেই বাবা আমাদের সামনে এসে সুপ্রভাত বলছেন । তারপর যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে তখন আর পতিত পাবনকে স্মরণ করবে না। এখন তমোপ্রধান আছ তাই স্মরণ করা হয় যে, হে পতিত পাবন আসুন, এসে আমাদের পবিত্র করুন । তোমরা তো জানো যে সবসময় পতিত পাবন বাবাকেই আসতে হয় ।উনি সুপ্রিম ফাদার, গড ফাদার । ক্রাইষ্টকে সুপ্রিম ফাদার তো বলা হবে না । ক্রাইষ্টকে তো ঈশ্বরের সন্তান(son of god) মানা হয় । উনি হলেন একমাত্র সর্বোত্তম, সুপ্রিম । এটা তো বোঝা যায় যে এই গড ফাদার সব পয়গম্বরদের এখানে পাঠান । এটা তো খুব দরকারি যে পতিতদের পবিত্র করতে সুপ্রিম ফাদারকে আসতে হবে । উনি হলেন নিরাকার । বলা হয় যে, উনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান । এটা তো কেউ জানে না যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে। নিরাকার হলেও মুখের দরকার আছে, এই জন্যই এঁকে ভাগীরথও বলা হয় । মুখের দ্বারা তো বোঝাবেন, তাই না । নির্দেশ দেন "মনমনাভব " । এটা তো মুখের সাহায্যে বলবেন, তাই না। এতে প্রেরণার কোনো ব্যাপার হতে পারে না । বাবা তো ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝান ।প্রত্যেকটা জিনিসের সার বার করেন । গানও আছে, তুমিই মাতা তুমিই পিতা.. আমরা তোমার সন্তান.... তাহলে উনি এঁর(ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান দান করেন । কত বোঝার ব্যাপার আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পিতাও বলা হয় । তাহলে মাতা কোথায়? বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে ইনি প্রজাপিতাও আবার মাতা হয়ে যান । আমি তো সমস্ত আত্মাদের পিতা। আমাকেই গড ফাদার বলা হয় ।ভারতবাসী আহ্বান করে যে তুমিই মাতা তুমিই পিতা, কিন্তু এর অর্থ কিছু জানে না । নিরাকারকে মাতা কেমন করে বলবে । উনি এঁর (ব্রহ্মার) মধ্যে দত্তক (অ্যাডপ্ট) নেন । তখন এই ব্রহ্মা মাতা হয়ে যান ।এঁনার দ্বারাই দৈবী রচনা, রচনা করেন । ইনি হলেন দত্তক মাতা । উনি হলেন ফাদার ।তারপর এঁদেরকে নন্দীগণ, ষাঁড় প্রভৃতি দেখান । গরু

কখনো দেখান না ।এ হলো এক অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার । যখন কেউ নতুন আসে তাকে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে জানাতে হয় ।নাহলে এই কথা তারা বুঝতে পারবে না ।কেউ যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে সে ঝট করে বুঝতে পেরে যাবে। এমনও কেউ আছে যে মাত্র একমাসের পুরোনো সে কিন্তু এত দ্রুত গতিতে চলতে পারবে তাদের থেকে যারা কিনা ৩০ বছর ধরে জ্ঞানে আছে। তাই জন্য এমন ভাবা উচিত নয় যে আমি দেরি করে এসেছি । বাবা বলছেন যে বাচ্চারা পুরুষার্থ করো । যেমন কলেজে গিয়ে পড়াশোনা অনেকে খুব দ্রুত নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায় (gallop) , এখানেও তেমন হয় । পুরো ব্যাপারটা পড়াশোনা আর স্মরণের উপর নির্ভর করছে।বাচ্চারা জানে যে মুলবতনে আত্মারা সতোপ্রধান হয় । তমোপ্রধান আত্মারা ওখানে যেতে পারে না । তারপর সব অভিনেতারা নিজের নিজের পার্ট অনুযায়ী স্টেজে(মঞ্চে) আসে ।ড্রামা এমন ভাবে তৈরি হয়েছে । হদের ড্রামাতে তো ৫০ -৬০ জন অভিনেতা থাকে । এ তো কত বড় বেহদের ড্রামা । বাবা আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন । তাহলে এখন বুঝতে পারছ যে লক্ষী নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, কত ধনবান (সাহুকার) ছিলেন । অর্ধ কল্প ধরে বিশ্বের মালিক ছিলেন । ওইখানে বলা হয় অদ্বৈত রাজ্য । ওখানে কেবল একটি মাত্র ধর্ম হয় । ওই হলো রাম রাজ্য আর এই হলো রাবণ রাজ্য । রাম রাজ্যে বিকার তো হয়ই না। বাস্তবে একে ঈশ্বরীয় রাজ্য বলা হয় । ঈশ্বরকে রাম বলা হয় না । অনেক লোকেরা রাম - রামের মালা জপ করে, আসলে সেই ভগবানকেই স্মরণ করে থাকে । রামের নাম তো একদম সঠিক কেননা কেউ তো জানে না যে ঈশ্বরের নাম রূপ কেমন ? মানুষেরা খুব বিভ্রান্ত হয়ে আছে । রাবণ কে, এটা কেউ জানে না । রাবণকে পোড়াবার জন্য কত খরচ করে । আগে দশহরা দেখবার জন্য বাইরের থেকে লোকজনকে ডাকা হত। সায়েন্সও এখন কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । এই সায়েন্স সুখের জন্যও আছে আবার দুঃখের কারণও হয় । এর(সায়েন্স) থেকে তো সুখ অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায় । আবার এর দ্বারা(সায়েন্স) দুনিয়ার বিনাশও হয়ে যায় । এইসব তো দুঃখের বিষয়, তাই না । তোমাদের তো সাইলেন্সের শক্তি আছে । ওদের সায়েন্সেরশক্তি আছে । তোমরা সাইলেন্সে থেকে নিজের স্বধর্মে থাকো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় । তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করো, এতে লড়াই ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই । তোমরা তো বাবার থেকে রাজত্বের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো। বাহুবলের তো কথাই আলাদা । কল্প কল্প ধরে তোমরা, বাচ্চারা পতিত থেকে পবিত্র হও আবার পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যাও । এই ড্রামা হলো হার জিতের । কিন্তু এই সব কথা সবার বুদ্ধিতে ঢুকবে না । সবাই তো আর সত্যযুগে আসবে না। বেহদের বাবা নিজের বাচ্চাদেরকেই বোঝাচ্ছেন । অন্ ধর্মের লোকেরা পরেই আসে । এই হলো পুরোনো দুনিয়া, দৈবী ধর্মের ফাউন্ডেশন(ভিত) নষ্ট হয়ে গেছে । এছাড়া এই কথা তো বলা হবে না যে ফাউন্ডেশন ছিলই না । ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই, প্রায় হারিয়ে গেছে । এখন অনেক ধর্ম আছে, একে রাবণ বলা হয় ।বলা হয় যে বিষ্ণুর নাভী থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছেন। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই চিত্রের কি অর্থ হবে, বলো? তাহলে বলতে পারবে না। আত্মা তো এক হয় । ওনাকে বিষ্ণু বলা হয় । বিষ্ণুপুরী দেখানো হয় । এখন হলো সঙ্গম, ব্রহ্মাপুরী, তাহলে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো নিশ্চয়ই দরকার । ব্রাহ্মণেরা হলো শিখরের সমান । এই বিরাট রূপের চিত্র বিশেষ করে ভারতবাসীদের জন্য, আর ভারতে অনেক ধর্মের লোকেরা থাকে, এই জন্যই একে(ভারতকে) বিভিন্ন ধর্মের ঝাড় বলা হয়, এই হলো মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় কিন্তু এখানে অনেক ধর্মের লোকেরা থাকে। প্রথমে দৈবী স্বরূপ, তারপর ইসলামী। এরা হলো ব্রাহ্মণ । এই সঙ্গমযুগের কথা তো কেউ জানে না ।এই হলো সব থেকে পবিত্র সঙ্গমযুগ । পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাঁরা সামাজিক সেবা কাজ

করেন । তোমাদের, বাচ্চাদেরকে রুহানি সামাজিক সেবা কর্মী বলা হয় । সামাজিক সেবা কর্মী ভারতে অনেক আছেন, ওনাদেরও শেখানো হয় যে নম্রতার ভাব নিয়ে সেবা কাজ করো । যারা ঘোর (পাক্কা) কংগ্রেসী ছিলেন তারা তো ঘর ঝাড়া মোছাও করতেন । জমাদারের কাজও করতেন। যারা আরো ঘোর (পাক্কা) কংগ্রেসী ছিলেন তারা চীনামাটির বাসনে খাবারও খেতেন না। যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তা ড্রামা ছিল। সেটাই আবার রিপিট হবে । এই সমস্ত কথা বুঝতে পারে না বলে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এইজন্যই ড্রামার রহস্য প্রথমেই কাউকে বোঝানো উচিত নয় । বলে যে এইসব ড্রামাতে গথিত থাকলে আমরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে রাজ্য প্রাপ্ত করবো আর পুরুষার্থও স্বতস্ফূর্ত ভাবে হয়ে যাবে । এমনও অনেকে আছেন যারা এখনও হেলায়(care less) দিন কাটাচ্ছে , জ্ঞানের রহস্য পুরো বুঝতে পারে না । আরে, বিনা পুরুষার্থে জলও পাবে না । আপনা আপনিই কি জল মুখে পড়বে !

বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র বানাবার জন্য। উনি এসে সহজ রাস্তা দেখান, আত্মাকে পবিত্র বানাতে হলে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । বাবা পবিত্র হবার জন্য শ্রীমত দেন, "আমাকে স্মরণ করো" । কিন্তু উনি তো নিরাকার, তাহলে নিশ্চয়ই সাকারে এসে শ্রীমত দেবেন । বাবা বলেন -- এই শরীরও নির্দিষ্ট হয়ে আছে । এই শরীর পরিবর্তন হতে পারবে না(যার জন্য যেটা নির্ধারিত) । এটাও গ্রথিত হয়েই আছে। মহিমা বর্ণনা আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করান । এই ভগবানুবাচ যে আছে, তা বলবার জন্য মুখ তো দরকার । প্রেরণার দ্বারা পড়াশোনাতো আর হয় না । বাবা এসে এঁনার দ্বারা নির্দেশ দেন । এই সব চিত্র ইত্যাদি ব্রহ্মা তো তৈরি করেননি । ইনিও তো পুরুষার্থী । এরা তো কেউ নলেজ ফুল নয় । এরা তো ভক্তি মার্গের পথিক ছিলেন। ভক্তের উদ্ধার ভগবানই তো করেন । উনি এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । তোমাদেরকে, বাচ্চাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানান । বাবা এঁর মধ্যে প্রবেশ করে রাজযোগ শেখান, এঁনার নাম শিববাবা ।উনি বলেন যে আমার এই জন্ম দিব্য আলৌকিক পূর্ণ । আমার আসার পার্ট একবার, কেবল সঙ্গমের সময় । এমনও হয় না যে তোমাদের আত্মাদের ডাক শুনে আসি । যখন আমার আসার সময় হবে - - তখন এক সেকেন্ডও এদিক ওদিক হবে না । একদম সঠিক সময়ে এসে পড়ব । আমার তো অঙ্গ প্রতঙ্গ (organ) নেই যে তোমাদের ডাক শুনতে পাব। এই ড্রামা বানানো হয়েছে । যখন সময় হবে তখন এসে পতিতদের পবিত্র বানাবো। এমনও হয় না যে আমাদের চিৎকার ভগবান শোনেন । অনেক বাচ্চারা বাবাকে বলে যে বাবা আপনি তো সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী(জানি জাননহার), আমরা পরীক্ষায় পাশ করবো কি? এই কাজটা হবে তো? বাবা বলেন, আরে! আমি তো আসিই পতিত পতিতদের পবিত্র হবার পথ দেখাতে । আমার যা পার্ট আছে সেটাই করবো । যা শোনাবার নয় তা শোনাবো না ।আমি তো এই সব কথা বলবার জন্য আসি না । আমিও ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছি । প্রত্যেকের পার্ট ড্রামাতে গথিত আছে। যে নিশ্চয়ই বুদ্ধির(দৃঢ় বুদ্ধি) নয় সে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত নয় । আর সে কথা বার্তাও সেই রকমই বলবে । আর বাদবাকি যে সূর্যবংশী আর চন্দবংশী আত্মারা আছে, ওদেরকে তো বাবার কাছে নিশ্চয়ই এসে শুনতে হবে আর বাবার বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । আর বাকি যারা অধিক পুরুষার্থ করতে পারে না, তারাও স্বর্গে যাবে নিশ্চয়ই । কিন্তু শাস্তি পেয়ে কোন পদ প্রাপ্ত করবে অনেকেই তো বলে যে বাবা আমরা সূর্যবংশী হবো, নারায়ণ হবো । কিন্তু বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনেক করতে হবে । বাবাকে অনুসরণ করার শক্তিও থাকা দরকার । ফলো ফাদার, বাবাকে অনুসরণ করবে তো, একে দেখো এ কেমন করে সব সমর্পণ করে দিয়েছে।সব

কিছু ঈশ্বরার্থ অর্পণ করে দিয়েছে । ঈশ্বরার্থে সব কিছু অর্পণ করে নিজের মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। পূর্বে ভাট্টি থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছে, এখন আর সেরকম ভাট্টি হতে পারবে না । এই কার্যে মাতাগণ, কন্যাগণ এগিয়ে যায় । এতে তো কন্যাগণ অনেক তীব্র গতিতে যায় । দেহ আর দেহ সম্পর্কিত সব কিছু ভুলে যেতে হবে, কেননা আমাদের ঘরে ফিরতে হবে । এখন বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো । এখন তো নাটক সম্পূর্ণ হবার সময়, খুব অল্প সময় আছে । যেমন প্রেমী ও প্রিয়তম (আশিক মাশুক) হয়। এই বাবা হলেন প্রিয়তম , প্রেমিক নন । বাবা বলেন যে তোমরা পতিত হয়েছো তাই জন্য তোমাদেরকেই স্মরণ করতে হবে । আমি তো পতিত হইনি যে আমি তোমাদের স্মরণ করবো । আমি যুক্তি বলে দিই, সেই মতো চলো । এই দুনিয়া থেকে মমত্ব মেটাতে থাকো । এখন তো ফিরতে হবে । এই বুদ্ধি হলো জ্ঞানের বুদ্ধি । এই শরীরও পুরোনো । সত্যযুগে নিরোগী শরীর প্রাপ্ত হবে । তারপর আমরা পরিষ্কার (ফর্সা) হয়ে যাবো । শ্যামবর্ণ থেকে ফর্সা কেমন করে হয়, তা তোমরা জানো । রামকেও শ্যামবর্ণ দেখানো হয়েছে । শিবের লিঙ্গও কালো বানিয়েছে । উনি তো কালো হতে পারেন না । উনি সর্বদা পবিত্র, ওনাকে তো সাদা হওয়া উচিত ।

বাবা বলেন -- চিত্র এমন ভাবে বানাও যা দেখামাত্র আকৃষ্ট করে । খবরের কাগজে কত চিত্র থাকে । তোমাদের থাকে না । বাবা তোমাদের, বাচ্চাদেরকে তো বেআক্কেল থেকে বুদ্ধিমান বানান । এই লক্ষ্মী নারায়ণকে কে বুদ্ধিমান বানিয়েছেন? বাবা যোগের দ্বারা বানিয়েছেন । তোমাদের, বাচ্চাদের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তা বিতরণ করতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । গভর্নমেন্ট জনগণের জন্য কত খরচ করে । এখানে যারা তোমরা বাচ্চারা বাবার হয়ে আছ, আর যা কিছু বাবার, সেই সব কিছু তোমাদের বাচ্চাদের জন্য । বাবা বলেন — আমি হলাম নিষ্কাম সেবাধারী । আমি তো দাতা । এই খেয়াল থাকা উচিত নয় যে আমরা শিববাবাকে দিয়ে দিই । শিববাবা ২১ জন্মের জন্য এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। এই বাবা কিছু নেন না, সব দান করেন । বাবা তো দাতা । আচ্ছা -- ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) যেমন ব্রহ্মাবাবা সমর্পিত (স্যারেন্ডার) হয়েছেন, তেমনই ফলো ফাদার হওয়া উচিত। নিজের সব কিছু ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে ট্রাষ্টি হয়ে মমত্ব মেটাতে হবে ।

২) শেষে এসে প্রথমে যাওয়ার জন্য স্মরণ আর পড়াশোনার ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

বরদান :- মাষ্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রত্যেক কর্ম যুক্তিযুক্ত ভাবে করার জন্য কর্ম বন্ধন মুক্ত ভব!

যা কিছু সংকল্প করো, যা কিছু বলো, যা কিছু কর্ম করো-- তা যদি মাষ্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে করো তাহলে যে কোনো কর্ম ব্যর্থ অথবা অনর্থ হতে পারবে না । ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থির হয়ে, কর্মের গুহ্য গতিকে জেনে এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করা হলে, কখনো কর্মের বন্ধনে বেঁধে থাকবে না । প্রত্যেক কর্ম করতে করতে কর্ম বন্ধন মুক্ত, কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে থাকবে ।

স্লোগান :- যার কাছে হদের (লৌকিক) সব ইচ্ছার অবিদ্যা (ignorant of desires) আছে সে-ই হল মহান সম্পত্তিবান বা ধনবান ।